



Govt. of India Registration No. R N 2554/57 Dated : 28.10.1957

স্থাপিত - বাংলা ১৩৩১ সাল, ইং- ১৯২৪ সন | প্রধান সম্পাদক - শ্রী তপেশ সান্যাল (স্বত্বাধিকারী) | সম্পাদক - রাম অবতার শর্মা | প্রকাশক - শ্রীমতি সুলগ্গা সান্যাল
নগদ মূল্য - ২ টাকা, সডাক - ১০০ টাকা | বর্ষ - ১০১ তম | সংখ্যা - ২৯ তম | সোমবার, ২৯ জুলাই, ২০২৪ | বাংলা - ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩১



পরানুকরণ, নবানুকরণ ও আত্মপ্রত্যয়

প্রত্যেকেরই কর্তব্য-নিজ আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করা। অপর ব্যক্তির আদর্শ লইয়া তদনুসারে জীবনগঠনের চেষ্টা করা অপেক্ষা ইহাই উন্নতি লাভ করার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায়। অপরের আদর্শ হয়তো জীবনে কখনই পরিণত করা সম্ভব হইবে না। কোন সমাজে সকল নরনারীর মন এক ধরনের নয়, সকলের ধারণাশক্তি বা কর্মশক্তিও একরূপ নয়, তাহাদের আদর্শগুলির কোনটিকেই অবজ্ঞা করিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শে পৌঁছিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুক। আমাকে তোমার বা তোমাকে আমার আদর্শের দ্বারা বিচার করা ঠিক নয়। ওক বৃক্ষের আদর্শে আপেলের অথবা আপেল বৃক্ষের আদর্শে ওকের বিচার করা উচিত নয়। আপেল বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে আপেলের এবং ওক বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে ওকের আদর্শ লইয়াই বিচার করা আবশ্যিক।

- স্বামী বিবেকানন্দ



প্যারিস অলিম্পিক

জনমত সংবাদদাতা: বিশ্ব ক্রীড়ার বৃহত্তর মঞ্চ এবারের প্যারিস অলিম্পিক গেমসে ভারতের পতাকা বহন করলেন পি ভি সিন্দু। আর সেখানেই মহিলাদের ১০ মিটার পিস্তল ইভেন্টে ভারতের মনু ভাকের প্রথম ব্রোঞ্জ মেডেল জয় করে ইতিহাস গড়লেন।

ভারতের একশো চল্লিশ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিয়েছেন

মনু ভাকের এর দেশের হয়ে প্রথম ব্রোঞ্জ মেডেল



মনু। এখানে উল্লেখ্য এবার প্যারিস অলিম্পিক গেমসে মোট ১১৭ জন ভারতীয় খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণ হলো এর মধ্যে ৭০ জন প্রথমবার অলিম্পিকসে নামবে। আর এখানেই যেন নতুন উৎসাহ, নতুন সম্ভাবনা। নতুন সূর্য ওঠার ইঙ্গিত। চলতি আসরে

একসঙ্গে এতজন নবাগতকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভারতে খেলাধুলায় নতুন প্রজন্মের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। আর তার সাথে এই ব্রোঞ্জ পদক যেন নতুন করে ঘোষণা করছে যে ভারত সত্যি এবার আরো বেশ কয়েকটি পদক জিতে নতুন ইতিহাস গড়ে তুলবে।

বিধানসভায় ভারত ভুটান যৌথ নদী কমিশনের প্রস্তাব

জনমত সংবাদদাতা: উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণে নদী কমিশন গঠনের দাবি দীর্ঘদিনের। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত ভুটান যৌথ নদী কমিশনের প্রস্তাব পেশ হল বিধানসভায়। পেশ করলেন চার মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম শশী পাঁজা ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাজিলাল।

উক্ত প্রস্তাবে ফারাক্কর ভূমিক্ষয় রোধ ও গঙ্গার জল বন্টনের সঠিক সমাধানে উদ্যোগী হওয়ার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। তাছাড়া প্রতি বছর উত্তরবঙ্গে ভুটান থেকে নেমে আসা নদীর কারণে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে তারও উল্লেখ রয়েছে। উত্তরবঙ্গে একাধিকবার এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দাবি

উঠেছে। যুক্তি তর্ক হয়েছে যে ভারত ভুটান নদী কমিশন গঠন করা না হলে উত্তরবঙ্গের প্রত্যেক বছরের বন্যার, ভূমিক্ষয় সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, ভুটানে ভারী বৃষ্টি হলেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পাহাড়ি নদী ফুলে ওঠে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভাসিয়ে দেয় একাধিক জায়গা।

এবার বিধানসভায় যে প্রস্তাবটি করা হয়েছে তাতে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি কালিম্পং, দার্জিলিংয়ের একাংশ, কোচবিহার এসব জায়গায় যে ক্ষয়ক্ষতি তার কথা যেমন উল্লেখ করা আছে তেমনি লিপিবদ্ধ রয়েছে তিস্তা জল বন্টন ও ফারাক্কর ব্যারেজ চুক্তির পুনঃ নবীকরণে আলোচনায় রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা এবং রাজ্য সরকারকে যুক্ত করা।

ভারতের তৃতীয় বই গ্রাম পানিঝোড়া

জনমত সংবাদদাতা : আলিপুরদুয়ার শহর থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে বক্সা টাইগার প্রজেক্ট এর অন্তর্ভুক্ত একটি ছোট্ট আদিবাসী গ্রাম পানিঝোড়া হতে চলেছে ভারতের তৃতীয় বই গ্রাম। বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলার সহযোগিতায় আর পানিঝোড়া গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এখানে শীঘ্রই গড়ে উঠতে চলেছে একটি বই গ্রাম। ইতিমধ্যে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে।

এরপর চারের পাতায়

সম্পাদকীয়

কর্মসংস্থান নিয়ে একাধিক সমীক্ষার রিপোর্টে সব বিস্ফোরক তথ্য। দেশে বেকারত্বের হার ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এক অভূতপূর্ব অবস্থা। এবার সবাই অপেক্ষায় ছিল কর্মসংস্থান নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাজেটে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে আশার কথা শোনার জন্য। ২০৩০ সাল পর্যন্ত বছরে ৮০ লক্ষ করে কর্মসংস্থান প্রয়োজন। তাহলেই হয়তো বেকার সমস্যা কমতে পারে। তাই সবাই আশায় ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান নিয়ে নিশ্চয়ই দেখাবেন। বাস্তবেও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশের সময় মোট ২৫ বার বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান শব্দগুলি উচ্চারণ করেছেন। তবে আসলে কি পাওয়া গেল? কিছু শিক্ষিত যুবক-যুবতীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ইন্টার্নশিপ এসব। ইন্টার্নশিপ চাকরি নয়। সেই বাতটি দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। অর্থাৎ বাজেটের নাকের বদলে নরুন দেখানো হলো। প্রশ্ন বাজেটে বলা হয়েছে যারা নতুন চাকরিতে ঢুকবেন তাদের এক মাসের বেতন দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রথম চাকরি পাওয়া কর্মীদের বেতনের তিন কিস্তিতে ১৫০০০ টাকা ভর্তুকি দেবে সরকার। অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন আগামী পাঁচ বছর দেশের সেরা ৫০০টি বেসরকারি সংস্থায় এক কোটি যুবক যুবতীকে এক বছরের জন্য শিক্ষানবিশ অর্থাৎ অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে নিয়োগ করা হবে। এজন্য প্রতি মাসে এককালীন ৬০০০ টাকাও দেওয়া হবে। এবার অনেকের প্রশ্ন পাঁচ বছরে এক কোটি শিক্ষানবিশ নিয়োগ করতে হলে বছরে গড়ে ২০ লক্ষ শিক্ষানবিশ নিয়োগ করতে হবে। এজন্য ৫০০টি সংস্থার প্রত্যেকটিকে চার হাজার কর্মী নিয়োগ করতে হবে। এবার প্রশ্ন কটি সংস্থা সরকারের এই নির্দেশ মেনে নেবে। শিক্ষার সঙ্গে পাওয়া সার্টিফিকেট আর কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা এই দুটো কি এক জিনিস। তাই প্রশ্ন উঠেছে যে আর্থিক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল ৮০ লক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যাপারে। তার ভবিষ্যৎ কি? যদিও কেন্দ্রীয় অর্থ সচিব বলেছেন দেশের অর্থনীতির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে কর্মসংস্থান তৈরি হবে। সবচেয়ে কম কর্মসংস্থান উৎপাদন ক্ষেত্রে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর কথা বলার বাস্তবে কি সার্থকতা আছে?

মন্দের ভালো

অরুণেশ্বর দাস

বাংলা আমার, ভারত আমার, বিশ্ব আমার কিংবা আমাদের, এই জীবন ধরেছি সব খানেই পরের জন্য, তবু অশনি সংকেত ঐ ঐ দূরে দূরে আড়ালে আবডালে।

#

মিথ্যা দিয়ে ঢেকে ঢেকে ঢেকে সত্য শূন্য জীবন ধরেছি,
রক্ত দিয়ে আলপণা দি বিশ্ব মানচিত্রে কত উল্লাসে সহজেই
আয়নায় মুখ দেখিনা, অথচ আমরা তো সবাই সবার এই বিশ্বে গো!

#

জেনো_ ভালোবাসা ভিন্ন কিছু, সঙ্গাহীন তা, শুরু আছে,
শেষ নেই তার.....
অপার, অসীম অনন্ত তা, অথচ সত্য।

#

সময় শেষ হয়নি
বাংলা, ভারত বিশ্ব ওই, একটি বার দেখো প্রাণ ভরে গো,
হিংসা বিদ্বেষ শেষ_
শুধু ভালোবাসারই
আত্ম দীক্ষা 'চাই,
থাকবেনা রক্ত কোথাও, এতটুকু ও,
মহা মিলনে তখন_
এক বিশ্ব, ভারত, বাংলা 'সুর-শব্দ-ছবি।

স্বল্প সঞ্চয়ের নতুন টার্গেট গতবারের থেকে সতেরো হাজার কোটি টাকা কম



জনমত সংবাদদাতা : গতবার বাজেটে স্বল্প সঞ্চয়ে ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার কোটি টাকা জমা লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সেই টার্গেট পূরণ হয়নি। অন্তর্বর্তীকালে বাজেট যখন ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এ পেশ হয় তখন পর্যন্ত মাত্র ২ লক্ষ ৭৭ হাজার কোটি টাকা জমা হয়েছিল ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে। মার্চ পর্যন্ত তা বেড়ে ৩ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়াও লক্ষ্যমাত্রা ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার কোটি ধারে কাছেও পৌঁছয়নি স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের মোট জমা অর্থ। বরঞ্চ জুলাই মাসে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। আর তাছাড়াও মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরও একাধিকবার বলেছেন যে মানুষের হাতে নগদ টাকা কমে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। এটাও আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইকনোমিক রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল যে মানুষের ঋণ বাড়ছে। কমেছে সঞ্চয়। সবথেকে বেশি ভরসার জায়গা ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে জমানো টাকা। কিন্তু তার পরিমাণ নিম্নমুখী। এইবার তাই দেখা যাচ্ছে গত বারের থেকে টার্গেট কমিয়ে রাখা হয়েছে ৪ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ ১৭ হাজার কোটি টাকা কম। ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের সংগ্রহীত অর্থ সঞ্চিৎ থাকে ন্যাশনাল স্মল সেভিংস ফান্ডে। এই তহবিলের গুরুত্ব ভারত সরকারের কাছে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তার কারণ কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে অথবা পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এখান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। টার্গেটে কমানোর এই ভাবনার পেছনে সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে যে কিশান বিকাশ পত্র, ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, সুকন্যা যোজনা ইত্যাদি যাবতীয় প্রকল্পে আগ্রহ কমেছে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের। অনেকের মতে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সিংহভাগ প্রকল্প দীর্ঘ সময়ের জন্য। কিন্তু সুদের হার তো অপরিবর্তিত থাকছে। পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের সময়কাল ১৫ বছর। কিশান বিকাশ পত্রের প্রায় ১০ বছর। ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটের সাড়ে ৫ বছর। এই তুলনায় সুদের হার মোটেই আশাব্যঞ্জক নয় মানুষের কাছে টাকা না থাকলে তারা স্বল্প সঞ্চয় বা অন্য কোন সঞ্চয়ে টাকা লগ্নী করবে কিভাবে? বিষয়টি খুবই বিপদজনক ও সংকটময় বলেই গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার।

ইস্কাবন

তির্যক তোপদার

ভোট দোরে এলে, করজোড়ে এলে
মিহি সুরে, মাদারিকা খেল, গাছে পাকা বেল
ভোটটা পেরোলে, তুমি সটকালে কাক রয় চেয়ে।
বহুদূরে। জনতা বেকুব, ভোট দেয় তবু
না খেয়ে-দেয়ে।

ভোটের বালাই, কত না ঝালাই
কথার ভাঁজে- আসলে সবই যে মায়ার খেলা,
ভোটান্তে দেখি বিস্তার ফাঁক ওহে রুইতন।
কথা ও কাজে। শেষ বেলা নেপো মেরে যাবে দই
ইস্কাবন।

দেশ ও দেশের কল্যাণ? সে-তো—
ভাঁওতাবাজি,
ধর্মের পোঁদে সুড়সুড়ি দেয়া
খান্দাবাজি।

হলং ফরেস্ট বাংলো পুনর্নিমাণ পুরনো শৈলীতেই: ঘোষণা বনমন্ত্রীর



জনমত সংবাদদাতা: গত জুন মাসের ১৮ তারিখ রাতে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল জলদাপাড়া ফরেস্টের হলং বাংলো। তারপর থেকেই নানা প্রশ্ন। সম্প্রতি বিধানসভায় রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাসদা জানিয়েছেন শীঘ্রই হলং ফরেস্ট বাংলো সংস্কারের কাজ শুরু হবে। আর সংস্কারের ক্ষেত্রে অনুমান করা হচ্ছে এবার দুর্গা পূজোর পরেই পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে এই ফরেস্ট বাংলো। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি এ বিষয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন তাঁদের কাছে নির্দেশ এসেছে। পুড়ে যাওয়া বাংলো দ্রুত পরিষ্কার করতে তাঁরা যে ভাবে কাজ শুরু করেছেন আশা করছেন এই কাজ কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এতে খুশি উত্তরবঙ্গের পর্যটন মহল। প্রত্যেকে দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছিলেন হলং ফরেস্ট বাংলো সংস্কার করতে গিয়ে পুরনো ঐতিহ্য যেন হারিয়ে না যায়। এখানে উল্লেখ্য ১৯৬৭ সালে হলং নদীর তীরে এই ফরেস্ট বাংলোটি সম্পূর্ণ কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছিল। তার জন্য প্রয়োজন দক্ষ কারিগরের। বন বিভাগের কাছে এটি এখন বড় চ্যালেঞ্জ। যাই হোক সংস্কারের ক্ষেত্রে সাল, সেগুন আগের সময় ব্যবহার করা হয়েছিল। ঠিক এবারও যেন ভালো মানের টিম্বার দিয়েই এই বাংলোটিকে সংস্কার করা হয় সে দাবি উঠেছে চারিদিকে।

মধ্যবিত্তের ক্রয় ক্ষমতায় ভারতের অর্থনীতির মেরুদণ্ড

জনমত সংবাদদাতা : একের পর এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে অনিয়ন্ত্রিত মূল্য বৃদ্ধির জেরে মধ্যবিত্ত হাঁসফাঁস করছে। অবিলম্বে মানুষের হাতে নগদ টাকা না পৌঁছানো গেলে বাজার ভোগ্যপদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় বড়সড় ধাক্কা খাবে। আর অর্থনীতি আরো মন্দার পথে প্রবেশ করবে। সম্ভবত তাই এবার খুব সামান্য হলেও কেন্দ্রীয় বাজেটে মধ্যবিত্তকে কিছু ছাড় দেওয়া হলো। ব্যক্তিগত আয় করের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন আগের ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৭৫ হাজার টাকা করা হলো। এর পাশাপাশি কর কাঠামোয় ঘটেছে স্ল্যাব বদল। এখানে উল্লেখ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের ৭৫ হাজার টাকা এবং ৮৭ এ ধারায় কর ছাড়ের আয় সাত লক্ষ টাকা ধরলে মোট ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ে কোন কর দিতে হবে না। পরবর্তী ধাপের ক্ষেত্রে ১০০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৭ হাজার ৫০০ টাকা সাশ্রয় হবে। একদিকে যেমন এই ছাড় দেওয়া হলো অন্যদিকে অর্থমন্ত্রী মধ্যবিত্তদের থেকে টাকা অন্য পথে আদায়ের ব্যবস্থাও করে নিলেন। তা হচ্ছে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সে ভারসাম্যের নাম করে একদিকে লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স রিয়েল স্টেট এর ক্ষেত্রে কমিয়ে করা হলো সাড়ে ১২ শতাংশ। কিন্তু বাতিল করা হলো সুবিধা। যা এতকাল ধরে কার্যকর হতো। বাড়ি বিক্রি করে যে টাকা লাভ হয় সেই টাকার উপর এখন ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স বসবে কিছু অংশ বাদ দেওয়া আর হবে না সুতরাং মূল্যবৃদ্ধির হারের ওঠা নামার উপর নির্ভর করে এই যে ইন্ডাকশন বেনিফিট ছিল সেই সুবিধা সরকার প্রত্যাহার করে নিল। যে লাভে বাড়ি এখন বিক্রি হবে সেই টাকার উপরেই ট্যাক্স দিতে হবে এতে রিয়েল ট্যাক্সে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। বাড়ি বিক্রির টাকায় বেশি ট্যাক্স দেওয়ার পরবর্তী অধ্যায়ে কালো টাকার আমদানি বৃদ্ধি হবে? অনেকে মনে করছেন সাদা টাকার বদলে আবার কালো টাকার কারবার আসতে চলেছে। এখানে উল্লেখ্য মূল্য বৃদ্ধি, ব্যাংক ঋণের উপর চড়া হারে সুদ এসব অর্থনীতির মন্দার আর সংকটের ফলেই। মানুষের কাছে নগদ টাকা কমে যাচ্ছে। ফলত সঞ্চয় ও কমছে। বাড়ছে ঋণের পরিমাণ। আর কেই নয় স্বয়ং রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরই একাধিকবার তা বলেছেন যে ব্যাংকের ডিপোজিট কমে যাওয়া একটি বিপদজনক লক্ষণ। হয়তো তাই মধ্যবিত্তদের অবশেষে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবার কার বাজেটে সর্বোচ্চ ১৭,৫০০ টাকার ছাড় দিলেন। ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরাসরি ট্যাক্সের হার কিন্তু কমলো না। বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের অংকটি।



নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের আলিপুরদুয়ার শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের কয়েকটি মুহূর্ত

২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের বাজেটে ইউজিসি-র অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কমেছে

জনমত সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন গত মঙ্গলবার লোকসভায় ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের সাধারণ বাজেট পেশ করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে ইউজিসির অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কমেছে। ছিল ৬৪,০০৯ কোটি টাকা। তা এ বছর কমে হয়েছে আড়াই হাজার কোটি টাকা। আবার আশ্চর্যজনকভাবে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৯৩০২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। যদিও এনসিআরটির বাজেট ৪৮০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৫১০ কোটি টাকা। এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী কৌশল বীমা যোজনা, মিড ডে মিল ইত্যাদি প্রকল্পে বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকা থেকে সামান্য বাড়িয়ে করা হয়েছে ১২ হাজার ৪৬৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। যদিও প্রধানমন্ত্রী শ্রী স্কুল প্রকল্পে উল্লেখ্যভাবে ২৮০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৫০ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের বাজেটে স্কুল শিক্ষা খাতে অর্থ

বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এই খাতে সংশোধিত বাজেট ছিল ৭২ হাজার ৪১৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। তা সামান্য বেড়ে হয়েছে ৭৩ হাজার ৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। উচ্চশিক্ষার বাজেট ৪৭ হাজার ৬১৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু সেখানে প্রথমে ধাক্কা খেতে হয় যখন দেখা যায় ইউজিসির



অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ গত বছরের ৬৪০৯ কোটি টাকা থেকে কমে হয়েছে আড়াই হাজার কোটি টাকা। বলার অপেক্ষা রাখে না এর খারাপ প্রভাব দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের প্রতিটি মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়া উচ্চ শিক্ষায় ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেবে সরকার। আর মোট ঋণের তিন শতাংশ সুদে ছাড়। কিন্তু এখানে একটি শর্ত আছে। একমাত্র দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ

করলে তবেই পাওয়া যাবে সরকারের এই ১০ লক্ষ টাকা। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী পোষণ প্রকল্পে, মিড ডে মিল যাকে বলে সেই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কমে আসছিল। বরাদ্দ হয়েছে ১২৪৬৭ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থ বর্ষের থেকে তা ২১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা কম। শতাংশের হিসেবে শিশুদের পুষ্টি যোগানের এই প্রকল্পে বরাদ্দ কমেছে। মার্চ ২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষে বরাদ্দ হয়েছিল ১১,৬০০ কোটি টাকা। পরে তার সংশোধন করে নামিয়ে আনা হয়েছিল ১০০০০ কোটি টাকায়। প্রথমিকে ৫ টাকা ৪৫ পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিক ৮ টাকা ১৭ পয়সা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই টাকায় শিশুদের মুখে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার তুলে দেওয়া বাস্তবে কিভাবে সম্ভব? সরকারি সমীক্ষায় তো বলছে তিনজন শিশু প্রতি একজন অপুষ্টিতে ভুগছে। মূল্যবৃদ্ধি তো লাগামছাড়া। এইরকম অবস্থায় বরাদ্দ কার্যত কমিয়ে দিয়ে ১২ কোটি শিশুর ওপর বঞ্চনাই করা হচ্ছে বলে মনে করছেন অনেক বিশেষজ্ঞরা।

বাজেটে খাদ্য সুরক্ষায় বরাদ্দ কমলো

জনমত সংবাদদাতা : ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে এক পয়সাও বরাদ্দ বাড়েনি। রাখা হয়েছে ৮৬ হাজার কোটি টাকা। আবার খাদ্য সুরক্ষায় কমে গেল বরাদ্দ। সার্বিকভাবে খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দে ঝাটকাট করা হয়েছে। গতবারের মোট বরাদ্দের চেয়ে এবার অর্থাৎ ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষে ৮৯০৫ কোটি টাকা কমিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী। গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনায় বিনামূল্যে ৮০ কোটি মানুষকে খাদ্যশস্য দেওয়ার জন্য সরকারের বরাদ্দ মোটামুটি কম বেশি একই থাকল। অর্থাৎ ২ লক্ষ ৫২৫০ কোটি টাকা। বাকি ক্ষেত্রে কিন্তু কমে গেছে বরাদ্দের অর্থ। সার্বিকভাবে খাদ্যে ভর্তুকিও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৭ হাজার ৮২ কোটি টাকা। গণ বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাতায়াতে খাদ্যশস্যের ক্ষতি ইত্যাদির মতো সেন্ট্রাল স্পন্সার স্কিমের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেশন ব্যবস্থায় বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কি করতে চাইলো? আসলে গণবন্টন ব্যবস্থার তো উন্নয়ন হওয়া দরকার। কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দ সামান্য বাড়লেও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। গোটা দেশে ১০ স্মার্ট সিটি তৈরির মিশনে তো বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৫৬০০ কোটি টাকা। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে এক পয়সাও বরাদ্দ বাড়েনি। রাখা হয়েছে ৮৬ হাজার কোটি টাকাই। তবে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, গ্রামীণ এবং গ্রাম সড়ক যোজনায় বরাদ্দ সামান্য বেড়েছে। আবাসে বাড়ানো হয়েছে ২২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা আর সড়ক যোজনায় এক হাজার তিনশ কোটি টাকা। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো কৃষি ও কৃষক উন্নয়নে কৃষকদের দাবি এমআরপি বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বিষয়ে বাজেটে কোন উচ্চবাচই করেননি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন।

ভারতের তৃতীয় বই গ্রাম পানিবোড়া

প্রথম পাতার পর

গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে গ্রামে প্রবেশের মুখেই পাকা তোরণ তৈরি করা হবে। থাকবে বইয়ের রেল্লিকা। বই পড়ুন বই ভালোবাসুন বইয়ের টানে এই গ্রামে আসুন। এই বাণীতে স্বাগত জানানো হবে। ভিতরে প্রবেশ করলেই এক নতুন অনুভূতি হবে। এক নতুন জায়গায় দেখা যাবে রয়েছে ছোট ছোট দশটি লাইব্রেরী। তাকে বলা হয় আলোকবর্তিকা। মূল লাইব্রেরী স্থাপিত হতে চলেছে ওই গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর একটি কক্ষে। সেখানে থাকবে ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বই। জেলার সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, জনজাতির ইতিহাস সহ নানা লোকসংস্কৃতির

জ্ঞান ভাণ্ডার এর বই। পাশাপাশি পড়ুয়াদের জন্য থাকবে পাঠ্যপুস্তক। সর্বোপরি যারা বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে চান প্রয়োজনীয় সমস্ত রেফারেন্স বইগুলিও তাঁরা সেখানে বসে পড়তে পারবেন। চাইলে বাড়িতে নিয়ে গিয়েও বই পড়তে পারেন। পরে আবার ফেরত দিয়ে দিতে হবে। এমনই এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বইগ্রাম কে ঘিরে। এই ভাবনাটি আমাদের এখানে অজানা অচেনা অপরিচিত। একেবারেই নতুন হলেও তার শিকড় ভারতের দক্ষিণের শেষ প্রান্তের ত্রিপুরা রাজ্যে। সেখানেই প্রথম বই গ্রাম স্থাপিত হয়েছিল। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকবেন ওই গ্রামেরই শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকরা।

তাঁরা ইতিমধ্যে এগিয়েও এসেছেন এবং একটি সংস্থাও তৈরি করা হয়েছে। তার নাম আপন কথা। সহযোগিতায় রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন।

আরও জানা গেছে শীঘ্রই ওই গ্রামের পাশে যে নদী রয়েছে তার চরে একটি পার্ক, খেলাধুলার কিছু ব্যবস্থা এমন একটি পরিকল্পনাও জেলা শাসকের বিবেচনাধীন। ওই গ্রামে যারাই আসবেন তারা যেমন বিনোদনের প্রতি আকৃষ্ট হবেন তার সাথে সাথে ফিরে যাবেন বইয়ের প্রতি নিজের মনে একটি আগ্রহ নিয়ে। আলিপুরদুয়ার জেলার পানীঝোড়া বই গ্রাম ভাবনাটির বাস্তবায়িত হোক এই কামনা পশ্চিমবঙ্গবাসীর মাত্রই প্রত্যেকের।